শৈলকুপায় বিএনপি নেতার চাঁদাবাজি থেকেও রক্ষা পাচ্ছে না নিজ দলের কর্মীরা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে ওই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিএনপি কর্মীরা। তার সামাজিক দলে না আসায় দেওয়া হচ্ছে হুমকি করা হচ্ছে জমি দখল ও মারধর, নেওয়া হচ্ছে চাঁদা। গত দুই সপ্তাহ ধরে ওই ইউনিয়নের হরিহরা, নাগপাড়াসহ কয়েকটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন এলাকায় নিরব চাঁদাবাজি শুরু করেছে। এলাকায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিভিন্ন গ্রামের বিএনপির নেতাকর্মীদের দলে ভেড়াতে জোর করছে। কেউ তার কথায় রাজি না হলে নানা ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।

ভুক্তভোগী নাগপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। এর আগে নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানের এজেন্ট হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছি। মাসের পর মাস বাড়ি ছাড়া ছিলাম। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভেবেছিলাম এখন মনে হয় সুদিন ফিরবে। কিন্তু এখন যেন তার থেকে অত্যাচার বেশি হচ্ছে। হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন এখন আমাদের উপর অত্যাচার করছে। জাকির হোসেন ও তার সহযোগী সিদ্দিক মেম্বর আমার বাড়ি ঘিরে দিয়েছে। আমার মাঠের ফসলাদি লাগাতে দেয়নি। আমরা দুইটা ভাই মাঠে ধান লাগাতে পারিনি। এখন আমার বসবাস করা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হরিহরা গ্রামের ভুক্তভোগী রাজু আহম্মেদ বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর জাকির আমাকে বলল তার দলে যেতে হবে। আমি জাকিরকে বললাম আমি ওসব ঝামেলার মধ্যে থাকতে চাইনা। এতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে বলে আমার দলে যেতেই হবে। আমি না যাওয়ায় পরের দিন তার ভাতিজা চয়ন, জহুরুলসহ তিনচার জন আমাকে মারধর করেছে। আমি ৪/৫ দিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়ি আছি কিন্তু পলাতক ভাবে। গ্রামে খুব একটা বের হতে পারছি না।

খুব চাপে আছি।

একই গ্রামের নওয়াব আলী বিশ্বাস বলেন, কয়েকদিন আগে হরিহরা গ্রামের জনাব আলী আমাকে বলেন, আমি নাকি তার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম। সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। এর কয়েকদিন পর জাকির আমাকে ডেকে শালিস করে ২২ হাজার টাকা দিতে জোর করে। আমি উপায় না পেয়ে তার ২২ হাজার টাকা দিয়ে আসি। তবে আমি কিন্তু কোনদিন জনাব আলীর কাছ থেকে টাকা নিই নি। আমাকের চাঁদাস্বরূপ টাকা দিতে হলো।

আব্দুল্লাহ নামের এক কৃষক জানায়, আমার কাছ থেকেও জোর করে ২৮ হাজার টাকা নিয়েছে। আমি নাকি একজনের কাছে টাকা দেনাধারী সেই কথা বলে শালিসে ডেকে নিচ্ছে। যখন প্রমাণ চাচ্ছি তখন বলছে ওসব কিছু না চাঁদা দিতে হবে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই গ্রামের এক বিএনপি নেতা বলেন, জাকির হোসেন এলাকায় চাঁদাবাজি করছে। একেক পাড়ায় একেকজন লোককে পাঠিয়ে তাদের কাছে টাকা পাবে বলে হুমকি দিচ্ছে। পরে জাকির তাদের ডেকে জোর করেই সেই টাকা আদায় করছে।

অভিযুক্ত জাকির হোসেন বলেন, চাঁদাবাজির কোন ঘটনা ঘটেনি। যারা টাকা দিয়েছে তারা ৭/৮ বছর আগে ওই টাকা নিয়েছিলো। সেই টাকায় শালিস করে ফেরত নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির গঠন করা ‘চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, দখলদারি, গাছকাটা জমিদখলসহ যেকোন অন্যায় বিরোধী’ কমিটির সদস্য রাকিবুল হাসান খান দিপু বলেন, জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে আমরাও এমন অভিযোগ পেয়েছি। ২/১ দিনের মধ্যেই বিষয়টি তদন্ত করে প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

পালিত

“স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিষ্কার হাত সর্বদা গুরুত্বপূর্ন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ঝিনাইদহে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে এই হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এরপর শহরের চাকলা পাড়ায় অবস্থিত ঝিনাইদহ বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম.খালিদ হোসেন সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আকমল হোসেন, ঝিনাইদহ জেলা সমাজ সেবা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ মমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মীর আল আমীন, ঝিনাইদহ বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাসুদুর রহমান।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সাইফুল ইসলামসহ ঝিনাইদহ বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কমিটি গঠন

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কমিটির আহ্বায়ক হলেন ইবনে সাউদ বিন মমতাজ (হালিম) ও সদস্য সচিব মো জাহিদুল ইসলাম। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন সরদার স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানান দপ্তর সম্পাদক মোঃ সোহাগ ভুইয়া।

কমিটির অন্যান্য যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, শামীম রেজা (আহাদ), সোহেল আরমান, আলমগীর হোসেন, মোঃ ইউসুফ আলী আলিম, জাহিদুল ইসলাম সজল, সাইদুর রহমান, সাফিয়ার রহমান, মো: আনোয়ার হোসেন, জুইচ উজ্জ্বমান, মো: সাদিকুল ইসলাম, সদস্য মোঃ রুবেল মিয়া, শেখ আরাফাত হোসেন, মো: তোফাজ্জল হোসেন, মো: ফরহাদ হোসেন, মো: সাইফুল ইসলাম, এ এইচ এম কারুজ্জামান, মো: শাওন হোসেন ও মো: আরিফুর রহমান। চিঠিতে আরো বলা হয় আগামী ৯০ দিন অথ্যাৎ ৩ মাসের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করার।

নেতারা বলেন, আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে মাঠে কাজ করেছে ও ভবিষ্যতে কাজ করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলে একমাত্র তাদেরই স্থান হবে ।

ঝিনাইদহে নারায়ণগঞ্জ কারগারের জেলার মামুনুর রশিদের কোটি

কোটি টাকার সম্পদ!

নারায়ণগঞ্জের জেলা কারাগারের জেলার মামুনুর রশিদ ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস, ভুটিয়ারগাতি, হাটগোপালপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ ক্রয় করেছেন। কোথাও নিজ নামে আবার কোথায় স্বজনদের নামে এই জমি কিনেছেন। এছাড়াও সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারে দুই তলা বাড়ীসহ প্রায় আড়াই কোটি টাকার জমি কিনতে বায়নাও করেছেন তিনি।

আরও অভিযোগ রয়েছে শুধু ঝিনাইদহে না, যশোর ও ফরিদপুরেও তার নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। জেলার হয়ে কিভাবে এত সম্পত্তির মালিক হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মানুষের মাঝে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ফরিদপুর জেলায় বাড়ি মামুনুর রশিদের। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের জেলা কারাগারের জেলার হিসেবে কর্মরত আছেন। এর আগে ঝিনাইদহ, যশোর, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ছিলেন।
অভিযোগ রয়েছে, জেলার মামুনুর রশিদ যে জেলায় কর্মরত ছিলেন সেখানেই দুর্নীতি করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন। আর সেই জেলাতেই কিনেছেন নামে বেনামে সম্পত্তি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তার এক স্বজন জানান, ঝিনাইদহ ২০১২ সালে ডেপুটি জেলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় সদর উপজেলার বাকড়ি গ্রামের দেলোয়ার হোসেন দুর্লভ নামের এক দালালের সাথে পরিচয় হয় তার। সেই দুর্লভের মাধ্যমে ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস, ভুটিয়ারগাতি, হাটগোপালপুরে কয়েক কোটি টাকার জমি ক্রয় করেছেন। সম্প্রতি সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারের ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেনের ১২ শতক জমি, মার্কেটসহ ২ তলা বাড়ী ক্রয় করার জন্য বায়না দিয়েছেন। যার আনুমানিক মূল্যে আড়াই কোটি টাকা। এছাড়াও যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লায় ও তার নামে বেনামে একাধিক সম্পত্তি রয়েছে।

তিনি আরও জানান, জেলার মামুনুর রশিদ তার অবৈধ সম্পত্তি জমা রেখেছেন ঝিনাইদহের দেলোয়ার হোসেন দুর্লভের কাছে। কোটি কোটি টাকা রেখে সেই টাকা দিয়ে বেনামে সম্পদ কিনছেন মামুনুর রশিদ। তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রভাব খাটিয়ে নানা অপকর্মও করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সচেতন মহল বলছেন, একজন জেলারের এত টাকার সম্পদ কিভাবে হলো। তার

আয়ের উৎস কী তা খুজে বের করতে হবে।

এ ব্যাপারে জেলার মামুনুর রশিদকে একাধিক বার কল দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

তবে তার সহযোগী দেলোয়ার হোসেন দুর্লভ বলেন, ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে থাকাকালীন সময়ে আসামী দেখতে গিয়ে উনার সাথে আমার পরিচয় হয়। সেই থেকে ভালো সম্পর্ক। তার ঝিনাইদহ শহরের হামদহ বাইপাসে একটি জমি কেনা আছে। আরও কয়েকটি জমি কিনবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্য কোথাও আছে কি না তা আমি জানি না।

ঝিনাইদহে মামলায় হেরে অন্যের জমি জোরপূর্বক দখল করলেন বিএনপি নেত্রী আঞ্জু

বিক্রি করা জমি নিয়ে ৩৭ বছর ধরে মামলা চালিয়েছেন। স্বত্ব না থাকায় নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত হেরেও গেছেন। তারপরও পিছু ছাড়ছেন না বিএনপি নেত্রী ও ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জু। আদালতের রায় উপেক্ষা করে পরের জমিতে তুলছেন স্থাপনা। এক্ষেত্রে তিনি পুলিশ ও আদালতের কোন বিধি নিষেধ মানছেন না। জমি দখলের এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ শহরের ১৫৭ নং কাঞ্চননগর মৌজায় এইচ, এস, এস সড়কের দক্ষিন পাশে ৯৮/১ খতিয়ানের সাবেক ১০৪ এবং হাল ১৭৬০ ও ১৭৬১ নং দাগে। ঝিনাইদহ সদর থানায় লিখিত

অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে, ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কে সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন মশার স্ত্রী তৌহিদা খাতুন ও তার দেবরের স্ত্রী ফরিদা খাতুন ১৫৭ নং কাঞ্চননগর মৌজার অধীনে ১০৪ নং দাগে ১২ শতক জমি জনৈক ইউসুফের কাছ থেকে ক্রয় করেন। ১৯৭৮ সালে ইউসুফ ওই জমি কেনার জন্য মালিক দলিল উদ্দিনের সাথে বায়না করেন। দলিল উদ্দিন জমি রেজিষ্ট্রি করে না দেওয়ায় ১৯৮১ সালে ইউসুফ আদালতের মাধ্যমে উক্ত জমির সত্ত্ববান হন। এর আগে দলিলউদ্দিন একই

দাগের ৬ শতক জমি ১৯৭৪ সালে জামিলা আহম্মেদ কাছে বিক্রি করে। সাবেক পৌর কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জুর পিতা দলিলউদ্দিন গং পরবর্তীতে জমির মালিকানা নিয়ে মামলা করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর আদালতে মামলা চলতে থাকে। সর্বশেষ ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট বিবাদীর পক্ষে চুড়ান্ত রায় প্রদান করে। রায় হওয়ার পর ঝিনাইদহ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক বিবাদী তৌহিদা খাতুন ও ফরিদা খাতুনের পক্ষে উচ্ছেদের রায় দেন। ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই আদালতের নির্দেশ পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ এসে দখলকৃত স্থাপনা উচ্ছেদ করে জমির প্রকৃত মালিককে দখল সত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। এদিকে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আদালতের রায় উপেক্ষা করে ওই জমিতে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেন ওই বিএনপি নেত্রী।

তৌহিদা খাতুন সোমবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত এক অভিযোগে জানান, বিএনপি করার কারণে সাবেক কমিশনার আঞ্জু শক্তি প্রয়োগ করে জমি দখল করে ঘর নির্মান অব্যাহত রেখেছেন। তিনি কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা করছেন না। আমি এবং আমার পরিবার আনজুর পেশি শক্তির কাছে অসহায়।

জমি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আনজু বলেন, এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। আদালতকে প্রভাবিত করে বিবাদীগন তঞ্চকতার মাধ্যমে তাদের পক্ষে রায় নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা ন্যায় বিচার পায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মোঃ শাহিন উদ্দীন জানান, জমি দখলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ বিবাদীর পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় রয়েছে এবং আদালতের নির্দেশে মামলার বাদীকে উচ্ছেদ করে বিবাদীকে জায়গা বুঝে দিয়েছে। ফলে পুলিশ উভয়পক্ষকে আদালতের রায় মেনে চলতে বলে এসেছেন। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মানকাজ বন্ধ করে দিয়ে এলেও পরক্ষনে তা আবার শুরু করেছেন বলে তৌহিদা খাতুনের ছেলে এ্যাড মাজহার সবুজ অভিযোগ করেন।

ঝিনাইদহে ৩ কৃষকের ২ বিঘা জমির পান বরজ কেটে দিয়েছে দুর্বত্তরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামে ৩ কৃষকের ২ বিঘা জমির পান বরজ কেটে দিয়েছে দুর্বত্তরা। গতকাল শনিবার (১২ আক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার বারইখালী গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ওই গ্রামের আরাফাত শাহ জানান, তিনি ও তার দুই ভাই আলহাজ শাহ ও আয়াতুল্লাহ শাহ গ্রামের মাঠে পানের আবাদ করেছিলেন। কিছু কিছু জমি থেকে পান সংগ্রহ করেছেন। কোন জমিতে সারও দিয়েছেন। এখন জমি থেকে পান সংগ্রহ করবেন তারা। কিন্তু গেলো রাতে কে বা কারা ৩ ভাইয়ের ২ বিঘা জমির পানবরজ কেটে দিয়েছে। সকালে পান বরজে এসে দেখেন সকল গাছ কেনে দিয়েছে ও ভেঙ্গে দিয়েছে। এতে সর্বশান্ত হয়ে গেছেন তারা। তাদের প্রায় ৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থ আয়াতুল্লাহ শাহ বলেন, ‘আমরা জীবিকা নির্বাহের জন্য পান বরজের ওপর নির্ভর করি। এমন ঘটনার ফলে আমাদের পরিবার বড় ধরনের বিপদে পড়েছে। আমারা তো কারে সাথে শত্রুতা করিনা। তাহলে আমাদের এত বড় ক্ষতি কেন করলো। আল্লাহ’র কাছে বিচার দিলাম।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, পানবরজ কেটে দেওয়ার ঘটনাটি শুনেছি। ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

ঝিনাইদহে ‘দৈনিক যশোর বার্তা’র প্রতিনিধিদের সাথে

মতবিনিময় সভা

যশোর থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচলিত ‘দৈনিক যশোর বার্তা’ প্রত্রিকার (ঝিনাইদহ-মাগুরা) প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভাপতি অনুষ্ঠত হয়েছে।

আজ রবিবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ১১টায় ঝিনাইদহের মর্ডান মোড়ে দৈানক কালবেলা অফিসের সেমিনার কক্ষে ঝিনাইদহ ও মাগুরার জেলা- উপজেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক যশোর বার্তার ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি মোঃ শাহানুর আলম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক যশোর বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক শিহাব উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা জেলা প্রতিনিধি মোঃ নওয়াব আলী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মাগুরার ষ্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার হোসেন, কালীগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি রবিউল ইসলাম, ষ্টাফ রিপোর্টার আব্দুল্লাহ বাশার, মহেশপুর উপজেলা প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন, কোটচাদপুর প্রতিনিধি রেজাউল করিম, ষ্টাফ রিপোর্টার জীবন রহমান, মাগুরা (মহাম্মদপুর) উপজেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন নাজমুল, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রতিনিধি মাহামুদুর রহমান মিল্টন এবং যশোর অফিসের ফটো সাংবাদিক তানভীর হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ঝিনাইদহের প্রতিনিধিগণ।

সভা শেষে মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেণ ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি মোঃ শাহানুর আলম।

মতবিনিময় সভায় প্রতিনিধিগণ পত্রিকার সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন নানা চড়াই-উতরায় পেরিয়ে আমরা যশোর বার্তাকে মানুষের দোর গুড়াই পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আপনাদের সকলের সহযোগীতায় এই পত্রিকাকে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। দৈনিক যশোর বার্তা আমরা একটি পরিবার, সকলকে আন্তরিকতার সাথে পত্রিকায় কাজ জরার আহবান জানন। আগামী ১১ নভেম্বর পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিক বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালনের জন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে ৫ ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষন অভিযোগ

কোটচাঁদপুরে ৫ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষনের অভিযোগে থানায় এজাহার দায়ের করেছেন ওই ছাত্রীর মা। আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকালে এজাহার করেন তিনি। পুলিশ ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ কুদু মিয়া নামে একজন আটক করেছেন।

ভুক্তভোগীর মা বলেন, গেল ৯ অক্টোবর দুপুর ২ টার সময় আমার মেয়ে একা ঘরে শুয়ে ছিল। এ সময় পাশের বাড়ির মোহাম্মদ কুদু মিয়া (২৩) ঘরে যান। এরপর তাঁর হাত ও মুখ বেঁধে তাঁকে ধর্ষন করেন। এ ঘটনার পর আমার মেয়ে আমাকে বিস্তারিত বলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আমাকে মিমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এ কারনে থানায় এসে আইনের সহায়তা নেয়া সম্ভব হয়নি। কুদু মিয়া কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর হঠাৎ পাড়ার হাসু মিয়ার ছেলে।

এদিকে পুলিশ এজাহার পাওয়ার পর অভিযানে যান কুদু মিয়াকে আটকের। ওই অভিযানে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন।

তিনি বলেন, ভুক্তভোগীর এজাহার হাতে পাওয়ার পর কুদু ধরতে অভিযান চালানো হয়। এরপর তাঁকে সাবদারপুরের তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। এ ছাড়া ভিকটিমকে ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

পূজামণ্ডপে গীতা পাঠ করে

ভাইরাল জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা

পূজা মন্ডপে গীতা পাঠ করে ফেসবুকে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মাও: মতিয়ার রহমান।

গত বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বাজে বামনদহ হরিতলা পালপাড়া পূজামণ্ডপে বক্তব্যের সময় তিনি গীতার শ্লোক পাঠ করেন। তার সেই গীতা পাঠের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে আলোচনা- সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার সদস্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মাও: মতিয়ার রহমানের ভিডিওতে দেখা যায়, বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি গীতা পাঠ করেন। সে সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীরা উলুধ্বনি দেন ও শঙ্খ বাজান। গীতা পাঠ শেষে আগামীতে নির্বাচিত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব পালনে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আমি একা আসি নাই আমার সাথে বিএনপির নেতারাও আছেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, এই কোটচাঁদপুরে আলো বাতাস, মাটি ও মায়া মমতাই আমি বেড়ে ওঠেছি। ইসলামী আদর্শের ব্যক্তি হলেও আমার ভেতর বাস করে একজন ভালো সনাতনী হিন্দু ব্রাহ্মণ, আমার ভেতরে বাস করেন একজন ভালো খ্রিষ্টান এবং একজন ভালো মুসলিমও।

তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্য বলেন, বিশ্বাস করুন হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে মুসলমানদের কোরআন পাওয়ার সাড়ে ৪ হাজার বছর পূর্বে। এই জাতিটা বাস করতো ভারতের কালীকোটের মালমল সিন্দুর হ্রদের অববাহিকায়। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত ওরা সেখানে বাস করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপূজার সপ্তমির রাত ১০টার দিকে বাজেবামনদাহ হরিতলা পালপাড়া পূজাম-প পরিদর্শনে যান কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা। অন্যান্যদের বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি অধ্যাপক মতিয়ার রহমান কথা বলেন। বক্তব্যে ইসলাম ও সনাতন ধর্ম সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। হরিতলা পালপাড়া পূজাম-

পের আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি গুরুদাস বিশ্বাস জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর জামায়াতের নেতা মতিয়ার রহমানসহ আরও কয়েকজন ম-পে এসেছিলেন। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান তার বক্তব্যে তিনি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দেন। পরে গীতা থেকে একটি শ্লোক পাঠ করেন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক মতিয়ার রহমানের সাথে সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জেলা প্রানি সম্পদ কার্যলয় হতে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহর প্রদক্ষিন করে একই স্থানে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রানি সম্পদ কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় ঝিনাইদহ জেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ এএসএম আতিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রানি সম্পদ ও ডেইরি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ডাঃ মোঃ জসীম উদ্দিন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম, শৈলকুপা উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মামুন খান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দীন আজাদ, মহেশপুর উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ফজলুল কবির, কোটচাঁদপুর উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ নোমান আলী। এছাড়া উপজেলা থেকে আগত খামারীবৃন্দ ও বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।